MAY 05 2002

দৈনিক ইনকিলাব

দায়সারা আয়োজন ঃ মাত্র ১০ হাজার টাকা বাজেট

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে ২৫ মে থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী বইমেলা

আহমদ সেলিম রেজা ॥ মাত্র ১০ হাজার টাকা বাজেট গ্রহণের মাধ্যমে মাসব্যাপী এক দায়সারা বইমেলা আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চারটি ইসলামী বইমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পবিত্র রমজান মাস, মাহে রবিউল আউয়াল, বাংলা নববর্ষ ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই বইমেলার আয়োজন করে। আগামী ২৫ মে থেকে শুরু হবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলা। প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মোতাবেক ২৫ মে এই বইমেলার উদ্বোধন করবেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান। ইতোমধ্যে বইমেলা আয়োজনের বাজেট চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাত্র ১০ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে এই মাসব্যাপী ইসলামী বইমেলা আয়োজনের জন্য। বলাবাহুল্য বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে বরাবর এই বইমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে বইমেলা সফল, বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আগ্রহ কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। বরং গত ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বইমেলার আগেও আতর, টুপি, মেসওয়াক বিক্রেতাদেরও বইমেলায় দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। এমনকি ইসলামী গানের অডিও ব্যবসায়ীদের স্টল দেয়ার ক্ষেত্রেও ছিল ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সমান আগ্রহ। দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এসব নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ গত একুশে ফেব্রুয়ারীর ইসলামী বইমেলার আয়োজন থেকে বই বহির্ভূত ইসলামী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দেয়া বন্ধ করে। এতে বই মেলার পরিবেশ ফিরে এলেও প্রচার-প্রচারণার অভাবে ইসলামী বইমেলা শেষ পর্যন্ত জমে ওঠেনি। ক্রেতার অভাবে বইমেলা আয়োজনের

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী বইমেলা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

উদ্দেশ্যই একার্থে ব্যর্থ হয়ে যায়।

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসকে সামনে রেখে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে আগামী ২৫ মে থেকে মাসব্যাপী বইমেলা আয়োজনের যে উদ্যোগ নিয়েছে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ তাতে ১০ হাজার টাকা বাজেট গ্রহণ করায় ইসলামী বইমেলা আয়োজনে তাদের আন্তরিকতা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই ইসলামী বইমেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য কি? পাঠকের কাছে ইসলামী বই পৌঁছে দেয়া; নাকি বইমেলার নামে বাণিজ্য করা? ফাউন্ডেশন কি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান? এসব প্রশ্ন ওঠার কারণ বইমেলা।

আয়োজনে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ দায়সারা ভাব দেখালেও স্টল বরাদ্দ প্রশ্নে বাণিজ্যিক বুদ্ধিটা পুরোপুরিই প্রয়োগ করেছেন। একটি ৭ ফিট বাই ৮ ফিট বইয়ের স্টলের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করেছে এ-ক্যাটাগরিতে ৫ হাজার টাকা ও বি-ক্যাটাগরিতে ৪ হাজার টাকা। ২টি প্যাভিলিয়নের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা করে। প্রতিটি বরাদ্দের জন্য রয়েছে জামানতের প্রশ্ন। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোন বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ও বাংলা একাডেমীকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অথচ বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা তালিকায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের চেতনা সৃষ্টিকারী অনেক ভাল বই রয়েছে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে ইসলামী বইমেলায় স্টল দেয়া হলে একদিকে যেমন ইসলামী বইমেলার পাঠকগণ বইয়ের একটি বিশাল জগতে প্রবেশ করতে পারত, একইভাবে ইসলামী বইমেলায় আসা ইসলামী বই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের হাজার হাজার স্কুল-কলেজ ও লাইব্রেরীগুলিতে পৌঁছে যাওয়ার একটি পথ উন্মুক্ত হতে পারত। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাবে আজ পর্যন্ত তা হয়নি। ফলে প্রতিবছর ইসলামী বইমেলার নামে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যটুকুই অর্জন করতে ব্যস্ত থাকছে, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এতে লেখক, প্রকাশক ও ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে খুব কমই।